



248750 – قضاء (ভাগ্য) ও قدر (নয়িতা) এর মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

প্রশ্ন

قضاء و قدر এর অধ্যায়ে, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে আলমেগণ বলেন: এ বিষয়ে মতভেদে রয়েছে। কোন কোন আলমে, قضاء কে قدر হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। আর কউে কউে বলছেন, قضاء ও قدر দুটো আলাদা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ দুটো মতেরে একটিমতকে প্রাধান্য দিয়েছে এমন কোন অভিমত রয়েছে কি? যদি কউে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তাহলে এ প্রাধান্য দায়ের দলিল কী? কোনটা আগে? قضاء নাকি قدر?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কছু কছু আলমেরে মত, قضاء (ভাগ্য) ও قدر (নয়িতা) একটা অপরটির সমার্থবোধক শব্দ।

কছু কছু ভাষাবদিরে অভিমতও এ রকম; যারা قضاء কে قدر দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন।

ফরীজাবাদী রচিতি ‘আল-ক্বামুসুল মুহীত’ (৫৯১ পৃষ্ঠা) এ এসছে-

القدر: القضاء والحكم

(অর্থ- ক্বদর হচ্ছে: ক্বাযা ও হুকুম।)[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়ছিলি: ক্বাযা ও ক্বদরেরে মধ্যে পার্থক্য কি?

জবাবে তিনি বলেন: قضاء ও قدر একই জনিসি। অর্থাৎ আল্লাহ পূর্ববহে য়ে সদিধান্ত করে রেখেছেন ও পূর্ববহে য়া নির্ধারণ করে রেখেছেন; এটাকে বলা হয় ক্বাযা, আবার একই বলা হয় ক্বদর। শাইখ বনি বাযেরে ওয়বে সাইট থেকে উদ্ধৃত

অপর একদল আলমে এ দুটোর মাঝে পার্থক্য করছেন।

তাদরে কারো কারো মত, قضاء (ক্বাযা) قدر (ক্বদর) এর আগে।

ক্বাযা: অনাদকাল থেকে আল্লাহর জ্ঞান ও সদিধান্তে য়া রয়েছে।



আর ক্বদর: এ জ্ঞান ও সদিধান্তের আলোক সৃষ্টির অস্তিত্ব হওয়া।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে (১১/৪৭৭) বলেন: “আলমেগণ বলেন, ক্বাযা হচ্ছে- অনাদকাল থেকে সামগ্রিক ও সামষ্টিক সদিধান্ত। আর ক্বদর হচ্ছে- সসে সদিধান্তের ক্বদর ক্বদর অংশসমূহ।”[সমাপ্ত]

তনি ফাতহুল বারীর অন্য এক স্থানে (১১/১৪৯) বলেন: “ক্বাযা হচ্ছে- অনাদকাল থেকে সমষ্টগিত সামগ্রিক সদিধান্ত। আর ক্বদর হচ্ছে- সসে সামষ্টিক সদিধান্তের ক্বদর ক্বদর ও আলাদা আলাদা সদিধান্তসমূহ।”[সমাপ্ত]

আল-জুরজানী তাঁর ‘আল-তারীফাত’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ১৭৪) বলেন:

“ক্বদর হচ্ছে- ক্বাযা মতোবকে সম্ভাব্য বিষয়গুলো একরে পর এক অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা। ক্বাযা অনাদকালরে সাথে সম্পৃক্ত। আর ক্বদর ঘটমান।

ক্বাযা ও ক্বদর এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে: ক্বাযা হচ্ছে- লাওহে মাহফুযে সকল অস্তিত্বশীলরে সমষ্টগিত অস্তিত্ব হওয়া। আর ক্বদর হচ্ছে- নরিদ্ষিট বস্তুগুলোর কারণ সংঘটিতি হওয়ার পর পৃথক পৃথকভাবে সগুলো অস্তিত্বে আসা।”[সমাপ্ত]

আলমেদরে বপিরাতি একটি অভিমতিও রয়েছে। এ মতাবলম্বীদরে দৃষ্টিতে, ক্বদর হচ্ছে ক্বাযা এর পূর্বে। অর্থাৎ অনাদকালরে সদিধান্ত হচ্ছে- ক্বদর। আর কোনে কিছুকে সৃষ্টি করা হচ্ছে- ক্বাযা।

আল-রাগবে আল-ইসফাহানি ‘আল-মুফরাদাত’ গ্রন্থে বলেন:

“আল্লাহর কর্তৃক নরিধারতি ক্বাযা ক্বদর এর চয়ে খাস। কেননা ক্বাযা হচ্ছে তাকদীররে চূড়ান্ত সদিধান্ত। তাই ক্বদর হচ্ছে- তাকদরি (নরিধারণ)। আর ক্বাযা হচ্ছে চূড়ান্ত ও অকাট্য।

আলমেদরে কটে কটে বলেন: ক্বদর হচ্ছে- পরমিাপ করার প্ৰস্তুতির পরযায়ে। আর ক্বাযা হচ্ছে- পরমিাপরে পরযায়ে। এর সপক্ষে দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী: (وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا) (অর্থ- “এটা তো এক স্থারীকৃত ব্যাপার”)(كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا) (অর্থ- “এটা আপনার রবরে অনরিব্য সদিধান্ত”)(وَقُضِيَ الْأَمْرُ) (অর্থ- “এবং সদিধান্ত বাস্তবায়তি হল”)। এ স্থানগুলোতে ক্বাযা শব্দটি চূড়ান্ত সদিধান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য য়ে এ সদিধান্ত আর অপনোদন হওয়া সম্ভবপর নয়।”[সমাপ্ত]

আলমেদরে মধ্যে কারো কারো মতে, এ শব্দদ্বয় আলাদা আলাদা স্থানে উদ্ভূত হলে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর একই স্থানে ব্যবহৃত হলে প্ৰত্যেকেটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর মতে,



কব্দর এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, নির্ধারণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “নিশ্চয় আমরা প্রত্যকে কিছু সৃষ্টি করছি নির্ধারণি পরমিাপে।” [সূরা ক্বামার, আয়াত: ৪৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, “অতঃপর আমরা পরমিাপ করছি, সুতরাং আমরা কত নপিণ পরমিাপকারী।” [সূরা মুরসালাত, আয়াত: ২৩] পক্ষান্তরে, ক্বাযা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- রায়, ফয়সালা।

তাই আমরা বলব: ক্বাযা ও ক্বদর যদি একই স্থানে আসে তাহলে এ দুটি ভিন্নার্থবোধক। আর যদি আলাদা আলাদা স্থানে আসে তাহলে এ দুইটি সমার্থবোধক। যমেনটি আলমেগণ বলে থাকেন: **هما كلمتان: إن اجتمعا افرقتا، وإن افرقتا اجتمعا** (অর্থ- এ দুটি এমন শব্দ একত্রিত হলে ভিন্নার্থবোধক; আর পৃথকভাবে এলে সমার্থবোধক)

যদি কউে বলে: আল্লাহর ক্বদর ক্বাযাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর যদি দুটোকে একত্রে উল্লেখ করা হয় তাহলে প্রত্যকেটির আলাদা আলাদা অর্থ রয়েছে।

ক্বদর (তাকদীর) হচ্ছে- অনাদিকালে আল্লাহ সৃষ্টির ব্যাপারে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

ক্বাযা হচ্ছে- সৃষ্টির অসত্ত্বি, অনসত্ত্বি ও পরবির্তন ইত্যাদির ক্ষত্রে আল্লাহর সিদ্ধান্ত।

এর ভিত্তিতে ক্বদর বা তাকদরি আগে।

যদি কউে বলেন যে, যখন শব্দদ্বয় এক জায়গায় আসবে এবং আমরা বলব, ক্বাযা হচ্ছে- সৃষ্টির অসত্ত্বি, অনসত্ত্বি ও পরবির্তন ইত্যাদির ক্ষত্রে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং ক্বদর হচ্ছে- ক্বাযার আগে; তাহলে এ দৃষ্টিভিঙি আল্লাহর নমিনোকৃত বাণীর সাথে সাংঘর্ষিকি “তনি সবকছু সৃষ্টি করছেন। অতঃপর তা নির্ধারণ করছেন যথায় অনুপাতে।” [সূরা ফবুরকান, আয়াত: ২] কেননা এ আয়াতরে বাহ্যিকি অর্থ হচ্ছে, তাকদীর (ভাগ্য নির্ধারণ) সৃষ্টির পর?

এর উত্তর দুইভাবে দয়ো যতে পারে-

আমরা বলব, আয়াতরে এ ক্রমধারা উল্লেখেরে ক্রমধারা, উদ্দষ্টিমূলক নয়। আয়াতে সৃষ্টিকে তাকদরিরে আগে উল্লেখ করা হয়েছে যাত করে আয়াতরে অন্তমলি ঠকি থাকে। আপনি তে জানেন যে, মুসা (আঃ) হারুন (আঃ) এর চয়ে উত্তম। কনিত্তু, সূরা ত্বহার এ আয়াতে হারুন (আঃ) কে মুসা (আঃ) এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে **فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ** (অর্থ- “অতঃপর জাদুকররো সজ্জিদাবনত হল, তারা বলল, আমরা হারুন ও মুসার রব- এর প্রতি ঈমান আনলাম।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৭০] যাত করে আয়াতরে অন্তমলি ঠকি থাকে।

এতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কাউকে পরে উল্লেখ করা তার মর্যাদা নমিন হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।



কথিবা আমরা বলব যবে, এখানতে **تقدير** শব্দরে অর্থ **تسوية** (সুষম গঠন করা)। অর্থাৎ আল্লাহ্ নরিদষ্টিট গঠনে তাকে সৃষ্টি করছেন। যমেনটি আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলছেন: “যনি সৃষ্টি করছেন অতঃপর সুষম করছেন।” [সূরা আ'লা, আয়াত: ২] তাই **تقدير** এখানতে **تسوية** অর্থতে ব্যবহৃত হয়ছে।

এ শষেদোকত অর্থটি প্রথমটির চয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূরণ। কনেনা এ অর্থটি আল্লাহ্ এ বাণীটির সাথে পুরোপুরি মিলি যায়, “যনি সৃষ্টি করছেন অতঃপর সুষম করছেন।” এভাবে কোন আপত্তি থাকে না। [শারহুল আকদি আল-ওয়াসতিয়্যা (২/১৮৯) থেকে সমাপ্ত]

এ মাসয়ালার বিষয়টি খুবই সহজ। এ মাসয়ালার পছনে পড়ে থাকায় বেশী কোন ফায়দা নই। যহেতে কোন আমল বা বশ্বাসরে সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়। সর্ববোচ্চ এতে যা আছে সেটো হচ্ছে সংজ্ঞাগত বিষয়। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর এমন কোন দলিল নই যবে, যার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দয়ো যাবে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ঈমানরে এই মহান বুকনরে উপর ঈমান আনা ও বশ্বাস স্থাপন করা।

খাত্তাবি (রহঃ) ‘মাআলমিল সুনা’ গ্রন্থতে (২/৩২৩) ক্বদর মানতে তাকদরি (পূর্ব নির্ধারণ), ক্বাযা মানতে ‘সৃষ্টি করা’ এ কথা উল্লেখ করার পর বলেন: এ অধ্যায়রে (ক্বাযা ও ক্বাদররে) মোদদাকথা হল, এ দুইটি এমন বিষয় যবে, একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। কনেনা, এ দুইটির একটি ভিতরে ন্যায়, অপরটি ভবনরে ন্যায়। যবে ব্যক্তি এ দুটোকে আলাদা করতে চায় সে যবে ভবনটিকে ধ্বংস করতে চায়।” [সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি আল শাইখকে জিজ্ঞাসে করা হয়: ক্বাযা ও ক্বদর এর মধ্যে পার্থক্য কি?

জবাবে তিনি বলেন: আলমেগণরে মধ্যে কটে কটে এ দুটোকে একই অর্থতে গ্রহণ করেনে। বলেন: যটো ক্বাযা সেটোই ক্বদর। যটো ক্বদর সেটোই ক্বাযা। আর কটে কটে এ দুটোর মাঝে এভাবে পার্থক্য করেনে যবে, ক্বদর হচ্ছে আম (সাধারণ); ক্বাযা হচ্ছে খাস (বিশেষ)। ক্বদর হচ্ছে ব্যাপক; আর ক্বাযা হচ্ছে ক্বাদররে অংশবিশেষে।

এ দুটোর প্রতি ঈমান আনা ফরয। আল্লাহ্ যা তাকদীরে নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যা ক্বাযা বা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন উভয়টির প্রতি ঈমান আনা ও বশ্বাস স্থাপন করা ফরয। [শাইখরে ওয়বে সাইট থেকে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুর রহমান আল-মামদুহ বলেন:

“এ মতভদে কনেন ফলাফল নই। কারণ আলমেগণরে এই মরমতে ঐক্যমত রয়েছে যবে, এ শব্দদ্বয়রে একটি অপরটির ক্ষত্রে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং একটির পরিচয়ে অপরটির সংজ্ঞা উল্লেখ করতে কোন অসুবিধা নই”। [আল-ক্বাযা ও ক্বদর ফি যাওয়লি কতিব ওয়াস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা-৪৪ থেকে সমাপ্ত]



আল্লাহই ভাল জানেন।